গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
রাজস্ব শাখা
www.coxsbazar.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.২০.২২০০.১২৮.২৭.০২১.২০২৪- ৭৯৯

তারিখ ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে কক্সবাজার জেলার ২০ একরের উর্ধ্ব (বদ্ধ) জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ইজারা বিজ্ঞপ্তি

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর আলোকে কক্সবাজার জেলার ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্ব আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির নিকট থেকে নির্ধারিত সময়সূচি, নিয়মাবলি/শর্তাবলি ও চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে:

ইজারার আবেদন দাখিল ও গ্রহণের সময়সূচি
০৭/০৩/২০২৪ (১৯ ফাল্গুন ১৪৩০) থেকে ২৭/০৩/২০২৪ (১৩ চৈত্র ১৪৩০) (অফিস চলাকালীন সময়ে)

২০ একরের উর্ধ্বে ইজারাযোগ্য জলমহাল সমূহের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	জলমহালের নাম	উপজেলার নাম	জমির তফসিল	ইজারামূল্য
০১	তরা শুকরমার খাল (প্রকাশ ভরা শুকরমরা খাল) জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা- বেতুয়া বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ০১, ৮৫০ মৌজা- ভেওলা মানিকচর বি.এস. খতিয়ান নং- ০১ বি.এস.দাগ নং- ২২২০, ২২২২, ২২৮৯ জমির পরিমাণ:- ২৫.০০ একর	প্রতিবছর ৫২,৮৫০ টাকা হারে ০৩ বছরে ১,৫৮,৫৫০/-
০২	কুমারীখাল, কুমিরখালী জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা- বেতুয়া বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ৩৫৭৯, ৮২৩ জমির পরিমাণ:- ৩৪.৯৮ এক	প্রতিবছর ৭৩,৫০০/- টাকা হারে ০৩ বছরে ২,২০,৫০০/-
০৩	পোড়া মাতামুহুরী খাল-২ জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা-বেতুয়া বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ৩৭৯৪ মৌজা- পূর্ব বড় ভেওলা বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ০১ জমির পরিমাণ:- ৮৫.৫২ একর	প্রতিবছর ৫,৬০,০০০/- টাকা হারে ০৩ বছরে ১৬,৮০,০০০/-
০৪	পোড়া মাতামুহুরী খাল-১ জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা- বেতুয়া বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ৩৬৬৫ জমির পরিমাণ:- ২৯.০০ একর	প্রতিবছর ৭৩,৫০০/- টাকা হারে ০৩ বছরে ২,২০,৫০০/-
০৫	ডেমুশিয়া খাল জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা- পশ্চিম বড় ভেওলা বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ২১৩১/২২২৩, ২১৯২, ২০০১, ২৫, ৪৩, ২, ৭০১ মৌজা- ডেমুশিয়া বি.এস খতিয়ান নং- ০১ বি.এস দাগ নং- ১৯৮০, ১৯৬০, ৩৭৪০ জমির পরিমাণ: ১২০.৪৭ একর।	প্রতিবছর ৩১,৫০,০০০/- টাকা হারে ০৩ বছরে ৯৪,৫০,০০০/-

০৬	শুকরমার খাল প্রকাশ বহদ্দারকাটা খাল জলমহাল	চকরিয়া	মৌজা-ভেওলা মানিকচর বি.এস খতিয়ান-০১ বি.এস দাগ-৮০৩, ৩০৫৮ জমির পরিমাণ-২৩.৮৭ একর (বিঃদ্রঃ বি.এস. ৮০৩ দাগে ৮.৬৫ একর ব্যতীত)	প্রতিবছর ৫৬,৩৪৯/- টাকা হারে ০৩ বছরে ১,৬৯,০৪৭/-

নিয়মাবলি:

০১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার এর রাজস্ব শাখা হতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে ফরম ক্রয় করতে হবে।

০২. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের ২০% পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের অনুকূলে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরত প্রদান করা হবে।

০৩. আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্ট ও লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

০৪. জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলি ও আবেদনের চেকলিস্ট www.coxsbazar.gov.bd ওয়েবসাইটে ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া এর নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

০৫. ইজারার বিষয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

০৬. আবেদনের প্রিন্ট কপি দাখিলের সময় সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৭. যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

০৮. কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

জাহিদ ইকবাল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
(জেলা প্রশাসকের রুটিন দায়িত্ব)
কক্সবাজার
ফোন: ৮৮০২৩৩৪৪৬২২১২

স্মারক নম্বর: ০৫.২০.২২০০.১২৮.২৭.০২১.২০২৪- ৮৭৭

তারিখ ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
০৩। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার
০৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
০৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, কক্সবাজার উত্তর/দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
০৭। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার
০৮। জেলা সমবায় অফিসার, কক্সবাজার
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার (তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের অনুরোধসহ)
১০। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার
১১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সকল, কক্সবাজার (তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের অনুরোধসহ)
১২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ...ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সকল (তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের অনুরোধসহ)
১৩। জনাব ....., সদস্য, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, কক্সবাজার
১৪। সম্পাদক, দৈনিক.....পত্রিকা। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি আগামী ০৭/০৩/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে সীমিত পরিসরে (Single Space) মাত্র ০১ (এক) বার প্রকাশ করে পত্রিকার ০৩ (তিনটি) কপি এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো

০৫/০৩/২৪

জাহিদ ইকবাল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
(জেলা প্রশাসকের রুটিন দায়িত্ব)
কক্সবাজার
ফোন: ৮৮০২৩৩৪৪৬২২১২

সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী: (২০ একরের উর্ধ্ব)

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৩. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪. উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৫. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/ সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৭. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

৮. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত জামানতের পে-অর্ডার সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১১. পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২. এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩. ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৪. যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালতে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা অথবা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে/প্রত্যাহার হলে জলমহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন সমিতি ইচ্ছা করলে আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৫. বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৬. মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৭. জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২০. বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২১. লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২২. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২৩. অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৪. ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে তিন কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৫. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৬. জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২৭. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

০৫/০৬/২০২৪

মনজুর আলম
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কক্সবাজার
ফোন ঃ ০২৩৩৪৪৬২২২৫

সাধারণ আবেদনে ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো,

(ক) আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা ;

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি ;

(গ) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র (সত্যায়িত) ;

(ঘ) মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র (এফআইডি কার্ড) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

(ঙ) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী ;

(চ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) ;

(ছ) জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা ;

(জ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক' রুলস অনুসারে) ;

(ঝ) অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

(ঞ) টিআইএন নম্বর (যদি থাকে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করতে হবে) ;

(ট) ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে, কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা ;

(ঠ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ;

(ড) মৎস্যজীবী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (সত্যায়িত) ;

(চ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ;

(ণ) জেলা প্রশাসক বরাবর প্রদেয় জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ;

(ত) মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট (মূসক-৮) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

০৫/০৬/২০২৪

মনজুর আলম
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কক্সবাজার
ফোন ঃ ০২৩৩৪৪৬২২২৫